শিশুশ্রম দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রের কাছে শিশুবান্ধব সমাধানের আবেদনেকর্মরত কিশোর কিশোরীদের নানান দাবী।
৩০ শে এপ্রিল ,২০২১,

কর্মরত কিশোর কিশোরীদের সংগঠন/সমিতির তরফ থেকে আমরা দাবী জানাচ্ছি যে সরকারি সমস্ত আইন, নীতি প্রভৃতি কর্মরত শিশুদের সংকটময় ও ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে বানানো উচিত। যেহেতু আমরাও এই দেশের নাগরিক , তাই আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে এমন যেকোনো বিষয়ে আমাদের কথা বলার সমানাধিকার রয়েছে। আমরা আশা করছি যে আমাদের নাগরিকত্বকে সম্মান দেখিয়ে আমাদের কথা শোনা হোক এবং মান্যতা দেওয়া হোক।

সূচনা

২০শে নভেম্বর ,২০২০ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের শিশু অধিকারের ৩০ তম বছরপূর্তির সম্মেলনে, আমরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ৮ টি রাজ্যের শিশু শ্রমিক এবং কর্মরত কিশোর কিশোরীরা একসাথে হই যাতে আমরা আমাদের অধিকার, স্বপ্নপুরন, এবং বিভিন্ন দাবী নিয়ে আলোচনা করতে পারি।
'চিলড্রেন :অ্যাম্বাসদর অব চেঞ্জ' এই অনুষ্ঠানে নিউ দিল্লি, মধ্যপ্রদেশ , রাজস্থান, গুজরাট, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু , মহারাষ্ট্র এবং কর্ণাটকের শিশু শ্রমিক এবং কর্মরত যুবক যুবতীরা তাদের সংগঠন / সমিতির প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করে। আমরা আমাদের বর্তমান অবস্থা , বিশেষত কভিড-১৯ এবং তার পরবর্তী সময় নিয়ে কথা বলি। শিশু শ্রমিক এবং কর্মরত যুবক যুবতিরা কখনই তাদের ন্যায্য অধিকার পায়েনি এবং কেউ তাদের কথা শোনেনি। আমরা আশা করছি কভিড পরিস্থিতি আমাদের জীবন কে কতটা দুর্বিসহ বানিয়েছে সবাই সেটা শুনুক এবং আমাদের এবং বুঝুক।

গত বেশকিছু মাস ধরে আমরা প্রতিনিধিরা নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি এবং তার ওপর নিরভর করে আমরা এই আবেদন পত্রটি প্রস্তুত করেছি। এই আবেদন পত্রটি আমরা ৩০শে* এপ্রিল অর্থাৎ শিশু শ্রম দিবসে জাতীয় স্তরে পেশ করব। আমরা আবেদন পত্রটি সরকারকে উদ্দেশ্য করে লিখলাম এবং এই সংক্রান্ত যেকোনো পদক্ষেপের ক্ষেত্রে সরকারকেই ভার দিলাম। [1]

আবেদনপত্র

কর্মরত কিশোর কিশোরীদের সংগঠন/সমিতির তরফ থেকে আমরা দাবী জানাচ্ছি যে সরকারি সমস্ত আইন, নীতি প্রভৃতি কর্মরত শিশুদের সংকটময় ও ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে বানানো উচিত। যেহেতু আমরাও এই দেশের নাগরিক , তাই আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে এমন যেকোনো বিষয়ে আমাদের কথা বলার সমানাধিকার রয়েছে। আমরা আশা করছি যে আমাদের নাগরিকত্বকে সম্মান দেখিয়ে আমাদের কথা শোনা হোক এবং মান্যতা দেওয়া হোক।

*১৯৯০ সালে ভিম সঙঘ (ভারতের প্রথম এমন প্রতিষ্ঠান যারা শিশু শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করা শুরু করে) প্রথম মে ডে বা ১ই মের আগেরদিন ৩০শে এপ্রিলকে শিশু শ্রম দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।

শিশুশ্রম দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রের কাছে শিশুবান্ধব সমাধানের আবেদনেকর্মরত কিশোর কিশোরীদের নানান দাবী।
৩০ শে এপ্রিল ,২০২১,

আমরা সরকারের কাছে এই দাবী জানাচ্ছি যাতে সে আমাদের কথা গুলি শোনে এবং খুব শীঘ্রই পদক্ষেপ নেয়ে।

- আমরা বাচ্চারা হাসপাতালে যতে ভয় পা এবং আমাদরে বাড়রি মধ্যে নরিাপদ দূরত্ব বজায় রাখার । আমরা এও আশঙ্কা করছি যে আমরা যদি হাসপাতালে চলে যাই তবে কে আমাদরে বাড়রি ? আমাদরে জরুরী সমর্থন দরকার ·
- -
- , , , , , ,
- ,
- , ,

শিশুশ্রম দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রের কাছে শিশুবান্ধব সমাধানের আবেদনেকর্মরত কিশোর কিশোরীদের নানান দাবী।
৩০ শে এপ্রিল ,২০২১,

- , ,
  ,
  ,
  ,
  (,)
  ,
  (, ,
)
  . . . .
- ,
-

সমস্ত শিশুদের সুরক্ষা

- প্রত্যেকটি শিশুর সুরক্ষার দিকে নজর দিতে হবে যাতে আমরা কেউ শারীরিক, মানসিক অথবা যৌন নির্যাতনের শিকার না হই।
- আমাদের যেহেতু কাজ করতে হয় তাই অনেক সময় আমাদের শাস্তি দেওয়া হয়ে বা আমরা বেআইনি কাজ করছি বলা হয়। আমরা কাজ করতে বাধ্য হই , নয়েত আমরা বা আমাদের পরিবার খেতে পারবেনা। সুতরাং যে সমস্ত আইন আমাদের অপরাধি বানাচ্ছে সেই আইন লাগু হওয়া উচিত নয়।

শিশুশ্রম দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রের কাছে শিশুবান্ধব সমাধানের আবেদনেকর্মরত কিশোর কিশোরীদের নানান দাবী।
৩০ শে এপ্রিল ,২০২১,

- আমাদের মধ্যে যারা উপজাতি কিন্তু তপসিলি ভুক্ত নয় (ডি এন টি বা ডিনোটিফায়েড টরাইব), এবং যারা রাস্তায় জীবন যাপন করতে বাধ্য হয় তাদের ওপর পুলিসি অত্যাচারের হার খুব বেশি। যে সমস্ত পুলিসরা আমাদের থেকে জোর করে টাকা আদায় করে এবং অত্যাচার করে তাদের অবশ্যই শাস্তি হওয়া উচিত। এই ধরনের অত্যাচারের শিকার সমস্ত শিশুকে সরকারের সুরক্ষা দেওয়া উচিত।
- রাস্তায় যে শিশুরা কাজ করে বা বসবাস করে তাদের মধ্যে অনেককেই প্রাপ্ত বয়স্কদের নির্যাতন সহ্য করতে হয়ে। অনেক সময় আমাদের যারা কাজ দায়ে তারাও আমাদের ওপর অত্যাচার করে , এই সকল অত্যাচারের হাত থেকে সরকারের আমাদেরকে সুরক্ষিত করা
- যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান কাজের নামে শিশু কেনা বেচা করে তাদের চিনহিত করে সরকারের সেটা আমাদের জানানো উচিত যাতে আমরা সুরক্ষিত
- প্রতিটি স্কুল, এলাকা এবং বৃহত্তর সমাজে শিশু অধিকার নিয়ে সরকারের সচেতনতা বৃদ্ধি প্রয়োজন যাতে প্রত্যেকে সঠিক অর্থে শিশু অধিকার বোঝে এবং টা সম্মান করে চলে।

কিশোরদের জন্যে সুরক্ষিত কাজের সুবিধা:

- আইন অনুযায়ী কিশোর কিশোরীরা কাজের জায়গাতে সুরক্ষিত থাকবে । আমাদের পরিবারকে টিকিয়ে রাখার জন্যে এবং নিজেদের পড়াশোনা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমাদের কাজ করা আবশ্যক। তাই আমরা যেকোনো লিঙ্গের শিশুরা যাতে নিজেদের কারজ ক্ষেত্রে নির্যাতন এবং অত্যাচার মুক্ত থাকতে পারি সেই বিষয় সরকারকে বিশেষ নজর দিতে হবে।
- আমরা যারা কোনোদিন প্রথাগত শিক্ষা পাইনি বা স্কুলে যেতে পারিনি, তারা যাতে সুরক্ষিত কর্মক্ষেত্রে কাজ করতে পারে সেই নিজে সরকারকে নজর রাখতে হবে। আমরা সংখ্যায়ে প্রছুর।
- শিশুরা যাতে ভারি কাজ / ঝুঁকিপূর্ণ কাজ না করে যেমন খনীতে কাজ করা ইত্যাদি সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে কিশোর কিশোরীরা নেশার কোলে ঢলে পরে, তাই এই বিষয় দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।
- সরকারকে নতুন কাজের ব্যাবস্থা বা সুযোগ তৈরি করতে হবে যাতে আমরা বাধ্য হয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ না করি।
- কিছু ক্ষেত্র এমন আছে যেই কাজ গুলি ঝুঁকিপূর্ণ নয় কিন্তু অসুরক্ষিত, সেগুলিকে সুরক্ষিত করতে হবে।
- যারা অনেক রাত বা ভোরবেলা কাজ করে তাদের জন্যে সুরক্ষা ব্যাবস্থা রাখতে হবে।
- sewing, electrical work, carpentry, vending, marketing, catering, hotel management,ইত্যাদি সুরক্ষিত কাজের ক্ষেত্রে আমাদের ভালো প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
- ChildLine কে উদ্যোগ নিয়ে দেখতে হবে মেয়েরা নিজেদের কাজের জায়েগাতে স্বসম্মানে কাজ করছে কিনা। প্রয়জনে পদক্ষেপ নিতে.
- (MGNREGA)এর সাহায্যে যাদের ১৬-১৮ বছর বয়স তারা কাজ পেতে পারি। আমরা সবজি চাষ করতে পারি এবং আমরা যেহেতু গ্রামের ভেতরেই এই কাজ করব তাই সেখানে পরিবেশ সুরক্ষিত থাকবে আর আমরা পাশাপাশি পড়াশোনাও চালাতে পারব।

শিশুশ্রম দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রের কাছে শিশুবান্ধব সমাধানের আবেদনেকর্মরত কিশোর কিশোরীদের নানান দাবী।
৩০ শে এপ্রিল ,২০২১,

- কিভাবে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ত সামলাতে হয় বা নিজের অর্থকরি সামলাতে হয় সেই বিষয় সরকারের আমাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত। আমাদের লোন নেওয়ার সুবিধা থাকা উচিত এবং , প্রতি মাসে আমাদের মাইনে থেকে কিস্তির টাকা কেটে নেওয়া হবে। আমাদেরকে EMIসুবিধা দিতে হবে।
- যারা নিজেরদের ব্যাবসা শুরু করতে চায়ে তাদের অল্প সুদে লোন দিতে হবে এবং কিভাবে সঠিক পদ্ধতিতে ব্যাবসা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়ে সেই শিক্ষা দিতে হবে।
- আমাদের ক্ষমতা অনুযায়ী আমাদের কাজ দিতে হবে , যেমন আমাদের যদি গ্যারেজে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকে তাহলে আমাদের সেই বিষয় আরও প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এভাবে আমরা সু কারিগরে পরিনত হব এবং উপার্জন করতে পারব।
- কাজের জায়েগাতে আমাদের টয়েলেটের ব্যাবস্থা থাকতে হবে, এবং সেখানে যাওয়ার জন্যে আমাদের অনুমুতি দিতে হবে। গ্রামীণ অঞ্চলে এলাকা ভিত্তিক বাথ্রুম বানাতে হবে।
- যারা অনেক দেরি অব্দি কাজ করি তাদের জন্যে গাড়ির ব্যাবস্থা রাখতে হবে। যারা বাসে ট্রামে যাতায়েত করি তাদের টিকিটে ছাড় দিতে হবে ছাত্র রা যেমন পায়।
- কাজের জন্যে নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা থাকবে, তার বাইরে কাজ করতে হলে আমাদের অতিরিক্ত মজুরি দিতে হতে।
- আমাদের কাজের জায়েগাতে আমাদের সঠিক সময় পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে।
- আমাদের কাজের জন্যে আমাদের সঠিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে আমরা আমাদের কাজ ঠিক মত করতে পারি।
- আমরা কাজে কোন ভুল করলে আমাদের ওপর অত্যাচার না করে যেন আমাদের মালিক আমাদের ভুল সুধরে দেয়ে। যারা আমাদের কাজ দিয়েছে তারা যেন সকল প্রকার নিয়ম মেনে চলে তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকার এবং যে সমস্ত সংস্থা আমাদের নিয়ে কাজ করে তাদের।
- মাইনে নিয়ে কোন লিঙ্গ বৈষম্য থাকবেনা। মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় কম মাইনে পায়। এটি শীঘ্রই বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। আমরা প্রত্যেকেই যখন প্রাপ্ত বয়স্কদের কাজ করছি তখন সবারই একই মাইনে পাওয়া উচিত।

বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষন ও শিক্ষা

- বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী বৃত্তি প্রশিক্ষণের আওতায় সাধারনত যা শেখান হয় তাতে মুলত labour-intensive training দেওয়া হয় যার মুল অর্থনীতিতে খুব বেশি দান নেই। বৃত্তি মুলক প্রশিক্ষণের পরিধি বাড়ানো হোক।
- যুবকরা যাতে আত্মনিরভর হতে পারে সেই কারণে সরকারের প্রশিক্ষণের সুযোগ করা উচিত। তাদের টেলারিং, বিউটিসিয়ান , ছোট দ্রব্যাদি বাড়িতে বানানর প্রশিক্ষণ দিতে হবে। যাতে আমরা নিজেরাই উপার্জন করে পরিবারকে সহায়তা করতে
- বিনা মুল্যে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্যে সরকারের কিছু সেন্টার বানানো উচিত- বিশেষত দুর্গম অঞ্চলে। 'Skill India' -র মত প্রকল্প থাকলেও আমরা সেখানে অ্যাপলাই করতে পারিনা। নতুন শিক্ষা আইন অনুযায়ী ক্লাস ১০ এর পর বা তার আগে থেকেই বৃত্তি মুলক প্রশিক্ষণের সুবিধা আমাদের পাওয়ার কথা, সেই প্রশিক্ষণের সময় আমরা যদি কিছু ভাতা পাই তাহলে আমাদের খুব সুবিধা হবে।
- প্রশিক্ষণের সুবিধা কেবল একটি লিঙ্গ কে দিলে চলবেনা। সমস্ত লিঙ্গের জন্যে এই সুবিধা রাখতে হবে, যাতে তারা যাদের যোগ্যতা এবং ইচ্ছে অনুযায়ী কাজ করতে পারে।

শিশুশ্রম দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রের কাছে শিশুবান্ধব সমাধানের আবেদনেকর্মরত কিশোর কিশোরীদের নানান দাবী।
৩০ শে এপ্রিল ,২০২১,

- ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ওপেন স্কুলিং (এন আই ও এস) -এ নানা প্রকার বৃত্তি মুলক প্রশিক্ষণের সুযোগ রয়েছে , কিন্তু তার খরচ অনেক। দরিদ্র সীমার নিচে থাকা পরিবার গুলির জন্যে এই খরচ কম করা উচিত। প্রথাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন সামাজিক কল্যান মন্ত্রালয়ের তরফ থেকে এস সি, এস টি, এবং ও বি সি দের স্কলারশিপ দেওয়া হয়, বৃত্তি প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ও দেওয়া উচিত। এন আই ও এস থেকে আমরা পাশ করলে আমাদের সেই বিষয় সার্টিফিকেট দিতে হবে। NIOS পরীক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্ত আঞ্চলিক ভাষায় তাদের বই পড়ার এবং পরীক্ষা দেওয়ার ব্যাবস্থা করতে হবে।
- অনেক মেয়েদের পরিবার থেকেই যেহেতু তাদের দূরে, বাইরের কোন রাজ্যে যেতে দেওয়া হয়ে না তাই তাদের সুবিদারথে বৃত্তি মুলক প্রশিক্ষণের সুযোগ তাদের স্কুলেই থাকা প্রয়োজন।
- আমাদের মধ্যে কেউ যদি চায়ে যে তারা বৃত্তি মুলক প্রশিক্ষণের সাথে সাথে মুল পড়াশোনা চালিয়ে নিয়ে যেতে চায়ে তাহলে আমাদের সহায়তা করতে হবে। শিক্ষকদের তরফ থেকে রেমিডিয়াল ক্লাস ও অন্যান্য সহায়তা করতে হবে।

শিক্ষা:

- আমাদের মধ্যে এমন শিশু এবং কিশোর কিশরি আছেন
    - যারা কোনোদিন স্কুলে যায়েনি;
    - যারা স্কুলে যেত কিন্তু অতিমারির (কভিডের) পরিস্থিতির পর আর স্কুল যেতে পারেনি;
    - যাদের পড়াশোনা এবং কাজ একসাথে করতে হয়, উপরন্তু অনেকে এমন আছেন যারা নিজের পড়াশোনার খরচ চালানোর জন্যে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে;
    - যারা বৃত্তি প্রশিক্ষণ নিতে ইচ্ছুক ;
    - যাদের সুরক্ষিত কাজের প্রয়োজন যেখানে কাজ করা কালীন তারা পড়াশোনা চালাতে পারবে- যাতে তারা উপার্জন ও পড়া দুই ই করতে পারে।

- যেহেতু আমরা সবাই একে অপরের থেকে ভিন্ন তাই সরকারের উচিত , যাতে পরিকল্পনাগুলি আমাদের ভিন্ন ভিন্ন চাহিদার কথা মাথায় রেখে করা হয়। চাহিদা বাদেও আমাদের পরিস্থিতি, পছন্দ এবং ক্ষমতার কথাও মাথায় রাখা আবশ্যিক।সুতরাং আমরা যে সমস্যার সম্মুখীন হই, তার সমাধান আমাদের কথা ভেবেই করা প্রয়োজন।কেতাবি শিক্ষা ও বৃত্তি প্রশিক্ষণ বাদেও আমরা আমাদের অধিকার, শরীর, জীবিকা এবং জীবন সম্পর্কে আরও আরও তথ্য জানতে চাই।
- আমরা বুঝি যে সু শিক্ষার মধ্যে দিয়ে আমরা জীবনে এগিয়ে যাওয়ার পথে বেশি সুযোগ পাব। তবে সরকারেরও বোঝা উচিত যে আমাদের মধ্যে অনেকে আছেন যাদের জন্যে শিক্ষা সুলভ নয়, অথবা শিক্ষার উপযোগিতা তাদের জীবনে নেই। এই সমস্ত ঘতনার পেছনে যথেষ্ট কারন আছে। সেই কারন গুলিকে নির্দিষ্ট করে , বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

শিশুশ্রম দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রের কাছে শিশুবান্ধব সমাধানের আবেদনেকর্মরত কিশোর কিশোরীদের নানান দাবী।
৩০ শে এপ্রিল ,২০২১,

- আমাদের মধ্যে অনেকেই শেখা এবং উপার্জন করা বিষয় দুটি একসাথে চালাতে চায়, যাতে টিকে থাকার লড়াই লড়তে লড়তেও আমাদের বিষয় ভিত্তিক, অধিকার ভিত্তিক এবং অবসসই কাজ ভিত্তিক শেখা থেমে না থাকে। 'শেখা এবং উপার্জন করা' প্রগ্রামের সাথে সাথে সান্ধ্য স্কুল, , ডিসট্যান্ট লার্নিং স্কুল, স্বল্পমেয়াদি এডুকেশন কোর্স ইত্যাদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একমাত্র এভাবেই আমাদের পক্ষে পড়াশোনা চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।
- নতুন শিক্ষা নীতিতে নানান বিষয় আছে যা হিতকারক। তবে এই নীতি অনেক গরিব ছাত্রদের স্বল্প বয়সেই কেতাবি (অ্যাকাদেমিক) শিক্ষার থেকে সরিয়ে বৃত্তি প্রশিক্ষণের দিকে ঠেলে দেবে যা অত্যন্ত বৈষম্যমূলক। বৃত্তি প্রসিক্ষন কখনই উচ্চ শিক্ষার পথে অন্তরায় হতে পারেনা। আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা উচ্চ শিক্ষিত হতে চান।
- গরীব পরিবার, সিঙ্গেল প্যারেন্ট পরিবার, পরিযায়ী শ্রমিক গোষ্ঠীদের সরকারের তরফ থেকে বিনামুল্যে শিক্ষা এবং রেমিডিয়াল ক্লাসের ব্যাবস্থা করে দেওয়া উচিত। কিছু শিশু/ কিশোরী, কিশোর মনে করছেন যে সমস্ত শিশুদের বিনা মুল্যে শিক্ষা পাওয়া উচিত কারন এটি তাদের মৌলিক অধিকার।
- সরকারি স্কুল গুলিতে শিক্ষার মান উন্নয়ন প্রয়োজন। শিক্ষক শিক্ষিকারা যাতে নিয়মিত নিজেদের কাজ করেন। এছাড়া প্রতিটি ক্লাসে শিক্ষক , ছাত্র অনুপাত ৩০ঃ১ করা বাধ্যতামুলক করতে হবে।
- সরকারের এমন নীতি নেওয়া দরকার যার ফলে আমরা নিরবিঘ্নে পড়াশোনা চালাতে পারি। ভাতা, স্কুলের ফী মুকুব (বা কম) করার সাথে সাথে অন্যান্য সকল শিক্ষা সঙ্ক্রান্ত খরচ, যেমন- পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্যে হোস্টেল ফি সরকারের দেওয়া উচিত।
- শিক্ষক শিক্ষিকাদের আমাদের সাথে বৈষম্য মুলক আচরণ করার থেকে বিরত থাকতে হবে।
- আমাদের দৈহিক শাস্তি, বা আমাদের ওপর নির্যাতন যাতে না হয় তার ওপর বিসেশ খেয়াল রাখতে হবে। আমাদের প্রতি যাতে শিক্ষকরা যত্নবান হন এবং আমাদের শিখতে সহযোগিতা করেন।
- অনলাইনে বা মোবাইলএ আমরা ঠিক মত ক্লাস করতে পারছিনা। একান্তই যদি কিছু সময়ের জন্যে এই মাধ্যমে শিক্ষাব্যাবস্থা চলে তাহলে বিষয় গুলি শিশুদের কাছে সহজ ভাবে পৌঁছে দেওয়া উচিত। তাছাড়া মোবাইল ফোন , ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগের ব্যাবস্থা সরকারের করা আবশ্যিক। কিন্তু এভাবে দীর্ঘ দিন চলতে পারেনা। স্কুল অবশ্যই খোলা উচিত, স্কুলের পরিষেবা শিশুদের পাওয়া উচিত। এরকমই একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিলকর্ণাটকে 'বিদ্যাগম' বলে একটি উদ্যগে। পড়াশোনার বিষয়ে আমরা সহায়তা না পেলে আমাদের মধ্যে অনেকেই সম্পূর্ণভাবে শিক্ষার পথ ছেড়ে, কাজের দিকে ঝুঁকে যাবো।
- স্থানীয় সরকারের উচিত যাতে সেই এলাকার সমস্ত শিশু এবং কিশোর কিশোরীর কাছে তাদের জন্যে কি কি সুযোগ আছে সেই বিষয় খেয়াল রাখা। কেতাবি শিক্ষার ক্ষেত্রেই হোক বা বৃত্তি প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে, সরকারের আমাদের সহায়তা করা এবং আমাদের পাশে থাকা প্রয়োজন।

শিশুশ্রম দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রের কাছে শিশুবান্ধব সমাধানের আবেদনেকর্মরত কিশোর কিশোরীদের নানান দাবী।
৩০ শে এপ্রিল ,২০২১,

আমাদের পরিবারের জন্যে কাজের সুযোগ:

- আমাদের বাড়ির প্রাপ্ত বয়স্করা যাতে বিভিন্ন এবং দীর্ঘ মেয়াদি কাজের সুযোগ পায়ে তার ব্যাবস্থা সরকারের করা উচিত- যাতে পরিবারের শিশুরা কাজ করতে বাধ্য না হয়।
- কোভিড পরিস্থিতির জন্যে আমরা অনেকেই কাজ হারিয়েছি এবং নিজেদের গ্রামে ফিরে এসেছি। এমন অবস্থায় আমাদের এবং আমাদের পরিবারের কাজের খুবই প্রয়োজন ।
- আমাদের মধ্যে অনেকের পরিবারেই কুটির শিল্পের চল আছে, ঘরে তৈরি জিনিসের প্রতি সরকার যদি তার সহযোগিতা দেখায় এবং এসব জিনিসের বিজ্ঞাপন দেয় তবে আমাদের পরিবার তথা গোটা সম্প্রদায়ের খুব সুবিধা হবে।
- দারিদেরের কারনেই আমাদের অনেককে প্রথাগত শিক্ষা ছেড়ে কাজ কাজ করতে যেতে হয়, তাই সরকারের দারিদ্র দুরিকরন প্রকল্প বানান উচিত।
- কিছু পরিবারে শিশু এবং অভিভাবক একসাথে কাজ করলেও পারিবারিক উপার্জন যথেষ্ট হয় না। বেকারত্ব এবং স্বল্প মাইনে , উভয় বিষয় নিয়ে সরকারের জরুরী পদক্ষেপ নেওয়া বাঞ্ছনিয়। আমাদের অভিভাবকদের ভালো চাকরির ব্যাবস্থা করে দেওয়া হোক যাতে তাদের মাইনেতে আমাদের সংশার খরচ সহজে উথে আসে।
- আমাদের পরিবারের বিশেষত আমাদের অভিভাবকদের জন্যে কাউন্সিলিং এর ব্যাবস্থা করা হোক যাতে তারা কাজ করতে যাওয়া নিয়ে আমাদের জোর না করে।

তপশীলি অন্তর্ভুক্ত নয় এমন বা De-Notified Tribal communities (DNT)[2]শিশুদের সুরক্ষার জন্যে বিশেষ দাবি:

- আমরা যারা এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত এবং যারা রাস্তায় বসবাস করে তাদের ওপর পুলিসি অত্যাচারেরে হার খুব বেশি। আমাদের ওপর যে সমস্ত পুলিস অফিসাররা এভাবে অত্যাচার করছে এবং বলপূর্বক আমাদের থেকে টাকা আদায় করছে তাদের শাস্তি হওয়া উচিত এবং আমাদের তাদের হাত থেকে সম্পূর্ণ সুরক্ষার ব্যাবস্থা করা উচিত।
- থানায় অভিযোগ দায়ের করার ক্ষেত্রে আমাদের জন্যে সম্পূর্ণ আলাদা একটি সেল রাখা প্রয়োজন। আমরা DNT community'র হওয়ার ফলে পুলিশ কখনই JJ ACT কে লঙঘন করে সিসি এল বাচচা কে গ্রেপ্তার করার সময় আমাদের সাথে বৈষম্য মুলক আচরণ করতে পারেনা।
- পারধি, কানজ্রা বা অন্য ডি এন টি সম্প্রদায়ের মানুষ যদি কোন পুলিশ থানার আওতায় বসবাস করে তাহলে, সেই থানায় বিশেষ ট্রেনিং এর ব্যাবস্থা করতে হবে।
- আমাদের মান মর্যাদা যাতে বজায় থাকে সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে। আমাদের সম্প্রদায় থেকে যদি কিছু মানুষ কোন অপরাধী হয় তাহলে খবরের কাগজে লেখা হয়ে ' পারধি গ্যাং', ' কানজ্রা গ্যাং' ইত্যাদি। এরকম অদ্ভুত বৈষম্যের জন্যে আমাদের সবাইকে অপদস্ত হতে হয়।
- যে DNT communitiesরা বাড়িতে মদ তৈরি করে অর্থ উপার্জন করে, তাদের সরকারের তরফ থেকে লাইসেন্স দেওয়া হোক। তাদের ওপর নির্যাতন বন্ধ হোক।
- আমাদের অভিভাবক রা যে বিশেষ বিশেষ কাজে দক্ষ সেই ভিত্তিতেই তাদের কাজ দেওয়া হোক।

[2] De notified tribes বলতে১৫০+ প্রজাতি কে বোঝানো হয় যাদের ব্রিটিশ সরকার ১৮৭১ এর ক্রিমিনাল ট্রাইব অ্যাকট দ্বারা অপরাধি সাব্যস্ত করেছিল। হিসেবে communities that had been categorised as criminal tribes by the British government through the Criminal Tribes Act of 1871. The Act assumed that criminality was hereditary, and many communities were brought into the fold of this Act with the British interests in monopolising their trades. The Act was repealed in 1952 but the branding and stigma persists.

শিশুশ্রম দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রের কাছে শিশুবান্ধব সমাধানের আবেদনেকর্মরত কিশোর কিশোরীদের নানান দাবী।
৩০ শে এপ্রিল ,২০২১,

- আমাদের মধ্যে যারা কাগজ কুরনির/ ময়লা কুরনির কাজ করে তাদের সন্দেহের চোখে দেখা বন্ধ করা হোক। তাদের কিছু প্রশিক্ষণ দিয়ে করপরেসানের কাজে নিযুক্ত করা হোক।
- সমস্ত DNT'র অন্তর্ভুক্ত শিশু দের DNT caste certificatesদেওয়ার ব্যাবস্থা করা হোক যাতে আমাদের জন্যে যে সুযোগ সুবিধা গুলি আছে তা আমরা পেতে পারি।
- ভালো পরিমাণ scholarshipsদিয়ে আমাদের সম্প্রদায়ের শিশুদের পড়াশোনার বিষয় উৎসাহিত করতে হবে যাতে শিশু শ্রমিকের হার কমে।
- DNT Department/Education Departmentদ্বারা চালিত DNT Hostelsগুলিতে নিয়মিত নজর রাখা উচিত যাতে এখন আমাদের ওপর যে নির্যাতন এবং বৈষম্য ঘটে তা আগামীতে না ঘটতে পারে।
- আমাদের বাসস্থানের পরিকাঠামো গুলি সঠিক ভাবে পরিকল্পিত হওয়া উচিত কারন আমাদের অনেকের বাড়িতে জলের সুবিধা নেই, এবং অনেকের জমিও নেই।
-

স্বাস্থ্য:

- আমাদের এলাকাতে স্বাস্থ ব্যাবস্থার অবস্থা ভালো নয়। সরকারের সেই সুযোগ সুবিধা আমাদের দেওয়া দরকার।
- আমাদের জন্যে সুরক্ষিত কর্মক্ষেত্র গড়তে সরকারকে আমাদের প্রত্যেকের স্বাস্থ্য বিমা এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যাবস্থা করতে হবে।
- কোভিড পরিস্থিতিতে যেন সরকারি হাসপাতাল গুলিতে ঠিকঠাক পরিসেবা এবং বিনা মুল্যে চিকিৎসা পাওয়া যায়ে সরকারকে সেই ব্যাবস্থা করতে হবে, বিশেষত কোভিড আক্রান্ত ব্যাক্তিদের জন্যে। প্রত্যেক নাগরিক যাতে মাস্ক স্যানিটাজার ব্যাবহারের সুবিধা পায়ে তার ব্যাবস্থা করতে

➢ এমন কোন প্রকল্প নেই যেখানে কিশোরীরা পুষ্টিকর খাবারের যোগান, সু স্বাস্থ্য পরিসেবা এবং কাউসিলিং পরিসেবা পেতে পারে। প্রত্যেকটি এলাকায় এই পরিসেবা চালু করা উচিত। বয়ঃসন্ধি কালে মানসিক এবং শারীরিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে মেয়েদের যেতে হয় তার জন্যে কাউসিলিং পরিসেবা আবশ্যিক। মাসিক সক্রান্ত নানান তথ্য এবং স্যানিটারি ন্যাপকিন কিশোরীদের বিনা মুল্যে দেওয়া

আমাদের এলাকাতে নিজেদের জন্যে এবং বড়দের জন্যে কাউসিলিং এবং হসপিটাল পরিসেবা থাকা উচিত যাতে আমরা তামাক এবং মদ বর্জন করতে পারি।

খাদ্য সুরক্ষা :

- যে শিশুরা স্কুলে যায়ে তাদের জন্যে মিড ডে মিলের ব্যবস্থা রয়েছে, এবং তা না থাকলে সেই শিশুদের শুকনো খাবার বা ড্রাই রেসন দেওয়া হয়। আমরা এর মধ্যে কোনটাই পাইনা। আমাদের জন্যেও অবশ্য করে মিড- ডে মিলের ব্যাবস্থা থাকা প্রয়োজন।
- আমাদের পরিবার যে রেসন পায় তা পর্যাপ্ত নয়। রেশনের পরিমান এবং গুনমান উভয়েরই বৃদ্ধি প্রয়োজন। জরুরি পরিস্থিতি তে অনেক সময় যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে আমাদের

শিশুশ্রম দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রের কাছে শিশুবান্ধব সমাধানের আবেদনেকর্মরত কিশোর কিশোরীদের নানান দাবী।
৩০ শে এপ্রিল ,২০২১,

বায়োমেত্রিক অনেক সময় মেলেনা, তাই আমরা তখন রেশন পাইনা। সুতরাং আমাদের ওপর জোর করে বায়োমেত্রিক চাপান যাবেন

- আমাদের আবাসনের জন্যে যে টাকা আমাদের কিস্তিতে সরকারকে দিতে হয়ে, তাতে ছাড় দেওয়া উচিত, কারন বরতমানে আমাদের কাছে খাবার কেনার জন্যেও যথেষ্ট টাকা নেই।
- যে বয়সন্ধি কালীন মেয়েরা অপুষ্টি এবং রক্তাল্পতার শিকার তাদের জন্যে বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্য এবং স্বাস্থ পরিসেবা সরকারের তরফ থেকে করা উচিত। তাছাড়া সমস্ত কিশোরীদের বিনামুল্যে রেশন পাওয়া উচিত।
- অত্যাবশিক সামগ্রির দাম কম করা হোক।
- বয়স্ক , সিঙ্গেল প্যারেন্ট , বিধবাদের ভাতা দেওায়ার সাথে সাথে বিনা মুল্যে রেশন, বিনা মুল্যে স্বাস্থ পরিসেবা সরকারের দেওয়া উচিত।

- অনেকেই যেহেতু কভিডের কারণে শহরে নিজেদের কাজ হারিয়েছে, তাই তাদের গ্রামে ফিরে আসতে হয়ে। সরকারের কিছু অনুদান এবং বেশি রেশন দেওয়া উচিত যাতে আমরা আমাদের বৃহত্তর পরিবারের ওপর বোঝা না হয়ে যাই।

ক্ষতিকারক সামাজিক ব্যবস্থা:

- জনসমাজে বেআইনি মদ্ বিক্রি, সরকারের দায়িত্ব নিয়ে বন্ধ করা উচিত। এই কারণে শিশু এবং মহিলাদের ওপর নির্যাতন বৃদ্ধি পাচ্ছে । তাছাড়া মহিলা এবং শিশু অনেক ক্ষেত্রে নিজেরা নেশা করা শুরু করছেন।
- শিশু শ্রমিকরা অনেক সময় নিজেদের কঠিন বাস্তবকে ভুলে থাকার জন্যে নেশা করে, এবং তাতে আসক্ত হয়ে পরে। এই বিষয় সরকারের জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।
- আদর্শ বিবাহ প্রকল্প [3]যা যুবক যুবতীদের উৎসাহিত করে ১৮ বছর বয়সের উরধে বিবাহ করতে। এই প্রকল্প অনুযায়ী যে যে যুগল ১৮ বছর বয়সের উরধে বিবাহ করেছে তাদের কিছু টাকা পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হবে। এই সচেতনতা সমস্ত জেলা, ব্লক, পঞ্চায়েত থেকে করা উচিত যাতে যুবক যুবতীরা এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে পারে।

শাসন ব্যবস্থা:

- আমাদের অর্থাৎ শিশু এবং কিশোর কিশোরীদের পরিচয় ' আজকের নাগরিক' হিসেবে হওয়া উচিত।
- শুধু নতুন নতুন আইন প্রণয়নের দিকে সরকারের নজর দিলে হবেনা, শিশুরা যে কঠিন বাস্তবের সম্মুখিন হচ্ছে তা বদলানোর দিকেও সরকারকে নজর দিতে ।

[3]কনসারনড ফর ওয়ারকিন চিলড্রেন দ্বারা প্রথম এই প্রকল্পটি ভারতে চালু হয়। (www.concernedforworkingchildren.org)

শিশুশ্রম দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রের কাছে শিশুবান্ধব সমাধানের আবেদনেকর্মরত কিশোর কিশোরীদের নানান দাবী।
৩০ শে এপ্রিল ,২০২১,

- নির্বাচনী প্রক্রিয়া চলা কালীন প্রার্থীরা অনেক সময় টাকার বিনিময় ভোট চান,। ওই প্রার্থী কতটা সক্ষম সেটা কখনই জনগন জানতে পারেনা। সুতরাং ভোট এবং ভোট প্রার্থীদের বিষয় সচেতনতা বৃদ্ধি করলে সমস্ত নাগরিকই খুব দায়িতের সাথে ভোট দিতে পারবেন।
- আমাদের মত শিশু এবং কিশোরদের টি ভি , খবরের কাগজ ইত্যাদি মাধ্যমে নিজেদের বক্তব্য বলার জন্যে সরকারের তরফ থেকে আমাদের উৎসাহ দেওয়া উচিত।

Signatories:

শিশু শ্রমিক/ কর্মরত কিশোর কিশোরীর সঙ্ঘের নাম	**প্রতিনিধির নাম**	**যে প্রতিস্থানের মাধ্যমে এটি সম্ভব হয়েছে**	**Jurisdiction, রাজ্য**	
উমেন্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসসিএসন	আরতি মেঘ্বাল	মহিলা জন অধিকার সমিতি	আজমের, রাজস্থান	
তরুণ সেনা	অস্মিতা	শৈশব	ভাবনগর, গুজরাট	
ভীম সঙ্ঘ	দিপা,ফতেমাবি এবং সুধা	কনসারনড ফর ওয়ারকিন চিলড্রেন	বালেরি , কর্ণাটক	
ভিদিয়াল ভানাভিল	রহিত শক্তি	শক্তি- ভিদিয়াল	মাদুরাই, তামিলনাড়ু	
আজাদ জুগ্নু ক্লাব	মেহেফুজ এবং আরিন , সুমন, মঞ্জনা, শ্রুতি, কুলদিস	মুস্কান	ভুপাল, মধ্য প্রদেশ	
প্রাজক ইউথ কালেক্তিভ	প্রিতম মণ্ডল	প্রাজক	মুরশিদাবাদ, পশিমবঙ্গ	
বলক নামা	কিষান	চাইলডহুড এনহাস্মেন্ট থুরু ট্রেনিং অ্যান্ড আকশান।	নিউ দিল্লি	
বাল অধিকার সংঘর্ষ সংগঠন	প্রথমেশ কালে	উথ ফর উনিটি অ্যান্ড ভ্লানটারি	মুম্বাই, মহারাষ্ট্র	

শিশুশ্রম দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রের কাছে শিশুবান্ধব সমাধানের আবেদনেকর্মরত কিশোর কিশোরীদের নানান দাবী।
৩০ শে এপ্রিল ,২০২১,

		আক্সান		